১৪/৮/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩ ......

দৈনিক ইনকিলাব

ডিগ্রীর খাতা মূল্যায়নে পিয়ন-ড্রাইভার

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম-অব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগের অন্ত নেই দেশের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে, এটাই সকলের কাম্য ছিল। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে এযাবত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে জাতি নিরাশ হওয়া ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারেনি– এ কথা নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে। এ যাবত প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে বহুমুখী যেসব অভিযোগ কেবল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি এখানে আমরা করতে চাই না, তবে সর্বশেষ গত সোমবার দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত মারাত্মক অভিযোগের কথাটি উল্লেখ না করে পারছি না– 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়ন-ড্রাইভার ডিগ্রীর খাতা মূল্যায়ন করে'– অবাক করার মত বিষয় নয় কি?

ডিগ্রী পরীক্ষায় খাতা যাচাই করাকে কেন্দ্র করে অভিযোগ আকারে যেসব তথ্য উদঘাটিত হয়েছে, তাতে বুঝা যায় যে, কেবল দুর্নীতি নয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম স্বেচ্ছাচারিতা বিরাজ করছে। '৫ লক্ষাধিক টাকা লুটপাট : গত ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা যাচাই করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়ন ও ড্রাইভার' শীর্ষক খবরে বর্ণিত অভিযোগগুলো সত্য হলে তার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপরই বর্তাবে এবং এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। এরূপ জঘন্য দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দনীয় বলেই আমরা মনে করি। কেননা ডিগ্রীর মত একটি সর্বোচ্চ পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নকে ছিনিমিনি খেলায় পরিণত করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করা হয়নি। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ডিগ্রী (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার স্বাক্ষরলিপি, বহিষ্কার তালিকা, রিপোর্টের তালিকা ও অন্যান্য কাগজপত্র যাচাই করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ পিয়ন ও ড্রাইভাররা। একই কাজের জন্য তারা ৫ লাখ '৯ হাজার ২শ' টাকা সম্মানী নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে। এর মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিয়েছেন ৫০ হাজার টাকা। একই কাজের জন্য ২৪ জন পিয়ন ও ৭ জন ড্রাইভার নিয়েছেন ৮৬ হাজার ৪শ' টাকা। গত ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার খাতা যাচাই করতে প্রতি খাতার জন্য ২ টাকা সম্মানী ধার্য করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। গত ১১ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল মোট ৫ দিনে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৬শ' পরীক্ষার্থীর খাতা যাচাই করার ঘটনাটিও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। এত স্বল্প সময়ে এই বিপুল সংখ্যক খাতা যাচাই করতে গেলে তা সম্পূর্ণ নির্ভুল হবে– একথা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়– যেখানে যাচাইকারীরা হচ্ছেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও সমপর্যায়ের ৩ জন কর্মকর্তা এবং ২৪ জন পিয়ন ও ৭ জন ড্রাইভার। মাত্র পাঁচ দিনে এই যাচাই প্রক্রিয়া নির্ভুলভাবে সমাপ্ত করা উল্লেখিত সংখ্যক লোকের পক্ষে কিভাবে সম্ভব, তা রীতিমত প্রশ্নবোধক। এত তাড়াহুড়া করে এরূপ খাতা যাচাই করার রহস্য কি তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের এরূপ যাচাই-কীর্তি নানা সংশয়ের সৃষ্টি করলে তাকে অস্বাভাবিক বলা যাবে না।

প্রকাশিত খবর হতে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খাতা যাচাই করার ব্যাপারটাই অপ্রয়োজনীয় বিষয়– যেখানে কম্পিউটারের মাধ্যমে ফলাফল তৈরী করা হয়। শিক্ষা বোর্ডগুলোতে কম্পিউটারে ফলাফল তৈরী করায় খাতা যাচাই করা হয় না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকগণ হলেন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা এবং খাতা যাচাইয়ের বিষয়টি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দাপ্তরিক কাজের অংশ। তারা খাতা যাচাইয়ের নামে কোন সম্মানী বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি অনুযায়ী নিতে পারেন না। এছাড়া একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অফিস করে একটানা ৫ দিনে কিভাবে ১৫ হাজার খাতা যাচাই করেন তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ১৫ হাজার খাতা একটানা ৫ দিনে যাচাই করে ৩০ হাজার টাকা নিয়েছেন বলে প্রকাশিত খবরে যে হিসাব দেখানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কি তা অস্বীকার করতে পারবেন? খাতা যাচাইয়ের জন্য এই বিপুল অংকের 'সম্মানী' গ্রহণ কিভাবে বৈধ হতে পারে? পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, পিয়ন, ড্রাইভার একই কাজ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমান অংকের সম্মানী নেন কি করে তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিপুল অংকের অর্থ সংশ্লিষ্টরা পরস্পরের মধ্যে হরিলুটের ন্যায় ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়ার জন্য কম্পিউটারের মাধ্যমে ফলাফল তৈরী করার পর অপ্রয়োজনীয় খাতা যাচাই-কৌশল অবলম্বন করেছেন কিনা এবং এ ব্যাপারে দুর্নীতির উৎস কোথায় তাও যাচাই-তদন্ত করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

পরিশেষে আমরা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা বিভাগীয় মাননীয় উপদেষ্টার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, আলোচ্য ঘটনাসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় অনিয়ম-অব্যবস্থা ও দুর্নীতির ওপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক এবং দ্রুত এই প্রতিষ্ঠানকে যাবতীয় অনিয়ম ও বিশৃংখলা থেকে মুক্ত করা হোক।